



49698 - নামায নষ্ট করলে সিয়াম কবুল হয় না

প্রশ্ন

নামায না পড়ে সিয়াম পালন করা কি জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

বনোমায়ীরযাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি কোনোটো আমলই কবুল হয়না।

ইমাম বুখারী (৫২০) বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

(مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)

“যে ব্যক্তি আসররে নামায ত্যাগ করে তার আমল নশিফল হয়ে যায়।”

“তারআমল নশিফল হয়ে যায়”এর অর্থ হল: তা বাতলি হয়ে যায় এবং তা তার কোনোটো কাজে আসবে না। এ হাদিসি প্রমাণ করে যে, বনোমায়ীর কোনোটোআমল আল্লাহ কবুল করেন না এবং বনোমায়ী তারআমল দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হবেনা। তার কোনোটোআমল আল্লাহর কাছে উত্তোলন করা হবে না।

ইবনুল কায়্যমি তাঁর ‘আস-স্বালাত’ (পৃ-৬৫) নামক গ্রন্থে এ হাদিসিরে মর্মার্থ আলোচনা করতে গিয়েবলেনে –“এ হাদিসি থেকে বোঝা যায় যে, নামায ত্যাগ করা দুই প্রকার:

(১) পুরোপুরিভাবে ত্যাগ করা।কোন নামাযই না-পড়া। এ ব্যক্তিরি সমস্তআমলবফিলে যাবে।

(২) বিশেষে কোন দিন বিশেষে কোন নামায ত্যাগ করা। এক্ষেত্রে তার বিশেষে দিনেরেআমল বফিলে যাবে। অর্থাৎ

সার্বকিভাবসোলাত ত্যাগ করলে তার সার্বকি আমল বফিলে যাবে।আর বিশেষে নামায ত্যাগ করলে বিশেষে আমল বফিলে যাবে।” সমাপ্ত।

“ফাতাওয়াস সিয়াম” (পৃ-৮৭) গ্রন্থে এসছে শাইখ ইবনউইমীনকে বনোমায়ীর রোজা রাখার হুকুম সম্পর্কজেজিঞসে করা



হয়েছিলো তিনি উত্তরে বলেন: বনোমায়ীররোজা শুদ্ধ নয় এবং তা কবুলযোগ্য নয়। কারণ নামায ত্যাগকারী কাফরে, মুরতাদ।এর সপক্ষে দলিল হচ্ছ-

আল্লাহ তাআলার বাণী:

[فَأْتَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخُوَانُكُمْ فِي الدِّينِ (9 التوبة : 11)]

“আর যদি তারা তওবা করে,সোলাত কায়মে করে ও যাকাত দিয়ে তবে তারা তোমাদেরে দ্বীনি ভাই।”[৯ সূরা আত্ তওবা:১১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী:

(بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) رواه مسلم (82)

“কোন ব্যক্তরি মাঝে এবং শরিক ও কুফররে মাঝসেংযোগে হচ্ছসোলাত বর্জন।”[সহিহ মুসলিম(৮২)]

এবং রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী -

(العهد الذبيبتنا وبينهم الصلاة فمتركها فقد كفر) رواه الترمذي (2621) . صحيحها لألبانيفي صحيح الترمذي

“আমাদেরে ও তাদেরে মধ্যে চুক্তি হলনোমাযরে।সুতরাং যবে ব্যক্তরি নামায ত্যাগ করল, সে কুফর কিরল।”[জামে তরিমযী (২৬২১), আলবানী ‘সহীহ আত-তরিমযী’গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলে চহ্নতি করছেন]

এই মতরে পক্ষে সাহাবায়েরে করোমরে ‘ইজমা’সংঘটিতি না হলেও সর্বস্বতররে সাহাবীগণ এই অভিমতি পোষণ করতনে।

প্রসদিধ তাবয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্বকি রাহমিহুমুল্লাহ বলছেন:“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীগণ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরি মনে করতনে না।”

পূর্ববোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তরি রোজা রাখে; কন্তুনামায না পড়ে তবে তার রোজা প্রত্যাখ্যাত, গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা কয়োমতরে দনি আল্লাহর কাছকেনে উপকারে আসবনো। আমরাএমন ব্যক্তকিকে বলবো:আগে নামায ধরুন, তারপর রোজা রাখুন।আপনি যদি নামায না পড়নে, কন্তু রোজা রাখনে তবে আপনার রোজা প্রত্যাখ্যাত হবে; কারণ কাফরেরে কোন ইবাদত কবুল হয়না।” সমাপ্ত।

আল-লাজনাহ আদদায়মি (ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটি)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল(১০/১৪০): যদি কোন ব্যক্তরি শুধুমাত্ররমজান মাসে রোজা পালনে ওনামায আদায়েরে সচেষ্ট হয় আর রমজান শেষে হওয়ার সাথে সাথেইনামায ত্যাগ করে, তবে তার সিয়াম কি কবুল হবে?



এর উত্তরে বলা হয়- “নামায ইসলামের পঞ্ছস্তম্ভেরে অন্যতম। সাক্ষ্যদ্বয়রে পর ইসলামের স্তম্ভগুলোর মধ্যেএটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফরজে আইন। যবে ব্যক্তএর ফরজয়িতকে অস্বীকার করকেথিবা অবহলো বা অলসতা করে তা ত্যাগ করল সবে কাফরে হয়ে গলে। আর যারা শুধু রমজাননোমায আদায় করে ও রোজা পালন করে তবো তা হলো আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি। কতইনা নকিষ্ট সসেব লোক যারা রমজান মাস ছাড়া আল্লাহ্কেচেনেনো! রমজান ব্যতীত অন্য মাসগুলোতনোমায ত্যাগ করায় তাদের সিয়াম শুদ্ধ হবনো। বরং আলমেদরে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নামাযরে ফরজয়িতকে অস্বীকার না-করলেও তারাভড় কুফরে লিপ্ত কাফরে।” সমাপ্ত